মূল শব্দাবলী:
ভ্রাতৃত্ব
অগ্রাধিকার
ধর্মীয়
প্রতিষ্ঠানগুলি
সম্প্রদায়

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

26 July 2024 / 20 Muharram 1446H

সমাজের মূল কেন্দ্রে আছে ভ্রাতৃত্ববোধ

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِن أُمَّةِ خَيرِ النَّاسِ خَلْقًا وَخُلُقًا، وَاصْطَفَاهُ عَلَى سَائِرِ الأَنبِيَاءِ وَالرُّسُلِ بِأَحْسَنِ الشَّرِيعَةِ مَنْهَجًا وَطَرِيقًا، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أَجمَعِينَ. أَمَّا بَعدُ، فَيَا أَيُّهَا المُسْلِمُونَ، أُوصِيكُم وَنَفْسِي بِتَقوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَد فَازَ المُتَّقُونَ.

হে বিশ্বাসীগণ,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। তাঁর সকল আদেশ মেনে চলি এবং সকল নিষেধগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখি। আসুন, আমরা অন্য মানুষের প্রতি সদয় আচরণ করি। একজন বিশ্বাসী মানুষের সকল ভাল আচরণ প্রদর্শন করুন। যাঁরা ভুল আচরন করেন তাদেরকে প্রজ্ঞা এবং দৃষ্টান্তমূলক আচরণের সঙ্গে শুদ্ধ করে দিন। এইসব আচরন প্রদর্শন করার একমাত্র কারণ হলো মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার করুণা ও ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়া।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধী,

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে হিজরত করার সঙ্গে বিশ্বাস, অধ্যবসায় এবং ন্যায়বিচারের মত মূল্যবোধের সম্পর্কের ব্যাপারটা? এমনকি, মক্কার দিনগুলিতে আমাদের নবী করিম (সঃ) নানারকম প্ররোচনা ও ভীতিপ্রদর্শনের মুখে সর্বদা কি প্রচন্ড ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন? কুরাইশদের আঘাতের মুখে তিনি অবিচল থেকেছেন এবং সকল অন্যায়ের অবসানে নিরন্তর চেষ্টা করে গেছেন।

আজকে আমি আপনাদেরকে এই হিজরতের আরেকটি মূল মন্ত্র উখুওয়াহ বা ভ্রাতৃত্বের মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করব।

মক্কা থেকে মুহাজিরিনগণ মদিনায় এসেছিলেন প্রায় শূন্যহাতে। কেউ তাদের পরিবারকে ফেলে এসেছিলেন পিছনে মক্কায়, কেউ তাদের সব সহায় সম্পদ রেখে এসেছিলেন। মুহাজিরিনগণ এমন শোচনীয় ও দরীদ্র অবস্থায় মদীনায় এসেছিলেন, তারা খুব সহজেই মদীনাবাসী আনসারদের জন্য সমস্যাস্বরূপ হতে পারতেন। কেন এমন বলছি?

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, আপনারা চিন্তা করে দেখুন। এই মুহাজিরিনদের আগমনে আনসারদের জীবনযাপন ব্যাহত হতে পারত আর দুই দলের মানুষ একত্রে থাকতে এলে প্রায়শই বিবাদ- বিসম্বাদ আর ঝগড়া-ঝাটি লেগে থাকতে পারত, সেখানে তারা এসেছিল একটি সম্প্রদায়ের হয়ে একে অন্যের সাথে মিলে মিশে থাকার জন্য।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, আমাদের নবী করিম (সঃ) এর একটি চমৎকার নেতৃত্বের ফলেই মুহাজিরিন ও আনসারদের মধ্যে একটি সুন্দর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে ছিল।তাদেরকে শেখানো হয়েছিল, জাতি, বর্ণ, পরিবার দেখে নির্বিশেষে নিজেদীর মধ্যে জিনিস পত্রের আদান প্রদান করতে। আব্দুল্লাহ বিন রাওওয়াহা, একজন বিখ্যাত কবিকে একজন কালো মানুষ বিলাল বিন রাবাহের সংগে একত্রে ক্যাম্পে পাঠানো হল।

অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও নিষ্ঠার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত ভ্রাতৃত্ববোধই সেই সময়ের ইসলামিক সমাজের পরিচয়স্বরপ।

তার ওপর, আনসারেরা সেই সময় অসাধারণ আন্তরিকতা ও পরোপকারীতা প্রদর্শন করেছিলেন। এমনকি তাঁদের কেউ কেউ সুরা আল হাশরের ৮ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নির্দেশস্বরূপ মুজাহিরিনদেরকে জমি পর্যন্ত প্রদান করেছিলেন। সেখানে বলে আছে।

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ
ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ ٨

অর্থঃ *এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী।*

আর মুহাজিরিনগণও আনসারদের কাছ ঠেকে সাহায্য সহযোগিতা নিতে সংকোচ বোধ করতেন এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী আনসার ভাই-বোনদের পক্ষ থেকে দেয়া সাহায্য সহযোগিতার জন্য তাদের প্রশংসা করতেন।

এ ছাড়া, মুহাজিরিন ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়ানোর জন্য নবী করিম (সঃ) মসজিদকে ধর্ম ও মুসলমান সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে মসজিদ ছিল ইবাদত করার স্থান, সবার মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের আদান-প্রদানস্থল, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের কেন্দ্রস্থল এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি স্থান।

হে আমার নবী করিম (সঃ) এর অনুসারীগণ,

আজকের খুতবায় আমি দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেগুলি আমাদের চিন্তার খোরাক হিসাবে কাজ করবেঃ

প্রথমতঃ একটি দৃঢ় বা মজবুত সম্প্রদায় নির্মাণে ভ্রাতৃত্ববোধের গুরুত্ব। একটি নির্মল ভ্রাতৃত্ববোধ সর্বদাই একে অন্যকে সাহায্য করার এবং একে অন্যের যত্ন নেয়ার শিক্ষা দেয়। এই হিজরত আমাদের নিজেদের ব্যাক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে অন্য ভাই-বোন যাদের সাহায্য দরকার তাদেরকে সাহায্য করার দায়িত্বকে বেশী গুরুত্ব দিতে শিক্ষা দেয়। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সুরা হাশরের ৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ
فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

অর্থঃ ***যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।***

দ্বিতীয়তঃ আমাদের মসজিদগুলি যা আমাদের সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়ন করার মূল কেন্দ্র, সেই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরী করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

মসজিদ, মাদ্রাসার মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমর্থন করার অর্থ হলো মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির কাজে সাহায্য করা। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের নানাবিধ কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের একে অন্যের কাছে আসার এবং নিজেদের মধ্যে একতা নির্মানের কাজ করে যাওয়া উচিত।

যেমন করা হয়েছিল মদীনাতে। এইভাবে, আমাদের আশা যে একদিন আমরাও একটি চমৎকার, আত্মবিশ্বাসী এবং দৃঢ় ইসলামিক সমাজ তৈরী করতে সক্ষম হবো।

ইয়া আল্লাহ, ইয়া লাতিফ, আমাদের অন্তর ইসলাম বিশ্বাসে এবং ভাল ও পূণ্য কাজে একতাবদ্ধ করুন। ইয়া করিম, ইয়া ওয়াদুদ, আমাদের অন্তরে ভালবাসা ও করুণা প্রদান করুন। ইয়া আজিজ, ইয়া ওয়াহহাব,আমাদেরকে আপনার সেইসব দাসদের মত গ্রহণ করুন যারা আপনার ভাল কাজে সাড়া দেয় এবং প্রজ্ঞার সাথে মন্দ কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করে। আমাদের সকল ইবাদত গ্রহণ করুন এবং সকল পাপ ক্ষমা করুন। আমাদেরকে আপনার সেইসব বান্দাদের একজন করে নেন যাদের প্রতি আপনি সন্তুষ্ট।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

SECOND SERMON

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا ٱلْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّةَ وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلَامَ وَٱلْأَمْنَ وَٱلْأَمَانَ لِلْعَالَمِ أَجْمَع يَا لَطِيْف. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.